NOV. 23 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ...

ঢাবির হলে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেই। ছাত্রদলের ক্যাডার ও বহিরাগতদের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে ১১টি ছাত্র হল। হলের সার্বিক পরিস্থিতিও কর্তৃপক্ষের অজানা। এ অবস্থায় হলে হলে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সহাবস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ কতটা কার্যকর হবে এ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। গতকালও কলাভবনের সামনে ছাত্রদল কর্মীদের হাতে হিল্লোল নামে এক ছাত্রলীগ নেতা প্রহৃত হয়েছেন। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারীর নেতৃত্বে সংগঠনের ১৫/২০ জন নেতাকর্মী মধুর কেন্টিন থেকে ফিরে যাওয়ার সময় হিল্লোলের ওপর চড়াও হয় ফজলুল হক হলের ছাত্রদল কর্মী শফিক ও নওয়াব। হিল্লোল ছাত্রলীগের ওই হল শাখার

ঢাবি : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৬

ঢাবি : হল কর্তৃপক্ষ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সাংগঠনিক সম্পাদক অথচ মধুর কেন্টিনের পরিবেশ স্বাভাবিক, হয়েছে জেনেই ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ গতকাল ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন। ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন এ হামলার সঙ্গে ছাত্রদলের সম্পৃক্ততার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কেউ হামলার সঙ্গে জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বর্তমানে হলগুলো ছাত্রদলের দখলে।

জগন্নাথ ও জহুরুল হক হল থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদের তালিকার ব্যাপারে প্রক্টর নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন তালিকা যাচাই-বাছাই করে বৈধ ছাত্রদের হলে তোলার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত হলগুলোতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের তুলে দেয়ার মতো কি পরিবেশ রয়েছে? এ ব্যাপারে উপাচার্য আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী বললেন, 'আমরা হলগুলোর সার্বিক পরিস্থিতি জানি না। চেষ্টা করছি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে।' এর আগে গত আগস্ট মাসে এবং ১৯৯৬ সালে সহাবস্থানের মাধ্যমে সংকট নিরসনে কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা পূর্ব অবস্থায় ফিরে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ হলে সহাবস্থান সৃষ্টির কথা বললেও হলে তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিগত ৫ বছর হলগুলো যেমন ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণে ছিল তেমনি এখন হল গেটের চাবি থাকে ছাত্রদল নেতাদের কাছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগতদের কাছে পরিচয়পত্র দেখিয়ে হল থেকে বাইরে যাওয়া-আসা করতে হয়। প্রভোস্ট ও হাউজ টিউটররা হলে যেতে পারছেন না। এফ রহমান হলে ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সিনিয়র হাউজ টিউটর মিজানুর রহমান দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। হলগুলো ঘুরে জানা গেছে মুহসীন, বঙ্গবন্ধু, মুজিব, এফ রহমান ও জগন্নাথ হলের গেট শিকল দিয়ে তালাবদ্ধ রেখে দিনে মাত্র দেড় ফুট স্থান রাখা হয় এবং ছাত্র ও শিক্ষকদের সেপথ দিয়েই আসা-যাওয়া করতে হচ্ছে। মহসিন হলে বহিরাগতরা ছাত্রদের পরিচয় পত্র চেক করছে। আর ১১টি ছাত্র হলেই রয়েছে সশস্ত্র বহিরাগত। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হল কর্তৃপক্ষকে গেটের ও অন্যান্য প্রশাসনিক কক্ষের সব চাবি নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্য নোটিশ দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে সহাবস্থানের প্রক্রিয়া কতটা কার্যকর হবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার ধারাবাহিকতার অংশ হিসাবে কর্তৃপক্ষ গতকাল জাসদ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। উপাচার্য আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনাকালে সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি করিম সিকদার, সাধারণ সম্পাদক মীর্জা মোঃ আনোয়ারুল হক, সহ-সম্পাদক আমিরুল আজিম বনি, মোঃ গোলাম শামিম প্রমুখ। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য আলোচনার জন্য বুধবার তাদের সময় না দেয়ায় আগামী ২৪ নভেম্বর বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ কর্মসূচি পালন করবে বলে জানা গেছে।

এদিকে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংগঠনের নেতা হিল্লোলকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন, কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণহীনতা প্রকট হলে কঠোর কর্মসূচি স্থগিতের সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করব।